কবীরা গুনাহের তালিকা

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন, তোমরা যদি নিষিদ্ধ বড় বড় পাপগুলো হতে বিরত থাক তবে তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো আমি মাফ করে দিব। (সূরা নিসা, আয়াত ৩১)

কবীরা গুনাহ করলে ঈমান অত্যন্ত কমজোর হয়ে পড়ে এবং অনেক দিনের ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা অর্জিত নূর নষ্ট হয়ে যায়। আর এর ভয়াবহতা এমন যে, একটি কবীরা গুনাহই মানুষকে জাহান্নামের নেয়ার জন্য যথেষ্ট। তওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। কবীরা গুনাহকে জায়েজ বা হালাল মনে করলে ঈমান চলে যায়। এখানে কতগুলো কবীরা গুনাহসহ মারাত্মক গুনাহসমূহের তালিকা দেওয়া হলো। প্রত্যেকেরই এসব গুনাহ থেকে বেঁচে নিজ নিজ ঈমানের হেফজত করা অবশ্য কর্তব্য। (**উৎসঃ** কিতাবুল ঈমান, চতুর্থ অধ্যায়)

১	শিরক করা।
২	মা-বাবার নাফরমানী করে তাদের মনে কষ্ট দেওয়া।
৩	আত্মীয়তার সর্ম্পক ছিন্ন করা।
৪	এক মায়ের পেটের ভাই-বোনদের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করা।
৫	মাপে কম দেয়া।
৬	ব্যভিচার করা।
৭	স্বামীর নাফরমানী করা।
৮	জায়গা জমির সীমানা নষ্ট করা।
৯	চুরি করা।
১০	অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।
১১	মিথ্যা অপবাদ লাগানো।
১২	মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।
১৩	যাদু করা।
১৪	অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা খেলাফ করা।
১৫	আমানতের খিয়ানত করা।
১৬	অন্যায়ের সমর্থন করা।
১৭	ডাকাতি, লুটতরাজ, পকেটমারী করা।
১৮	গীবত করা বা শোনা।
১৯	আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা।
২০	বিদ্রোহী বানানো অর্থ্যাৎ অধিনস্থদের মালিকের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া।
২১	স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে বিদ্রোহী বানানো।
২২	মনিবের বিরুদ্ধে চাকরকে বিদ্রোহী বানানো।
২৩	নেশাযুক্ত জিনিস পান করা যেমনঃ মদ , গাজা ইত্যাদি।
২৪	যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা।
২৫	শুকরের গোশত খাওয়া।
২৬	জুয়া খেলা ও লটারী ধরা।
২৭	ইলম গোপন করা।
২৮	শ্রমিকের মজুরী কম দেওয়া।
২৯	সুদ খওয়া বা ঘুষ খাওয়া।
৩০	প্রিয়জনের বিয়োগে সিনা পিটিয়ে চিৎকার করে কান্না করা।
৩১	পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।
৩২	ঘোড় দৌড় বা রেস খেলা।
৩৩	অনাথ এতিম বা বিধবার মাল খাওয়া।
৩৪	জোর-জুলুম করে অর্থ বা সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া।
৩৫	আত্মহত্যা করা।
৩৬	অহংকার করা।
৩৭	উপকার করে খোটা দেওয়া।
৩৮	চোখলখুরি করা ও কুটনামী করা।
৩৯	মিথ্যা কসম খাওয়া।
৪০	কোন মুসলমানকে গালি দেয়া।
৪১	জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা।
৪২	কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া।
৪৩	বাদ্য বাজনাসহ নাচ-গান করা।
৪৪	সিনেমা-টিভি ইত্যাদি দেখা।
৪৫	যিনা করা অর্থাৎ নারীর সতীত্ব নষ্ট করা, পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা।
৪৬	নাচ দেখা বা গান-বাদ্য শোনা।
৪৭	খরিদ্দারকে ধোঁকা দেয়া।
৪৮	গোঁফ বড় করে রাখা।
৪৯	বখিলী কানজুসী করা।
৫০	দাইয়ুসিয়াত অর্থাৎ নিজের অধিনস্থ মহিলাদের পরপুরুষের সাথে অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ দেয়া।
৫১	গণকের কাছে যাওয়া।
৫২	সহবাস করে গোসল না করা।
৫৩	মানুষ বা জীবের ফটো ঘরে রাখা বা টাঙ্গানো।
৫৪	পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরা।
৫৫	পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা।
৫৬	মেয়েলোকের জন্য শরীরের রূপ প্রকাশ পায় এমন পাতলা লেবাস পরা।
৫৭	**পুরুষের জন্য লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট পায়ের টাখনু গিরার নিচে পরা।**
৫৮	অভিশাপ দেয়া।
৫৯	জাল হাদীস বর্ণনা করা।
৬০	বংশ পরিবর্তন করা।
৬১	ঝগড়া-বিবাদে মিথ্যা মুকাদ্দামা দায়ের করা।
৬২	মৃত ব্যক্তির জায়িজ ওসিয়ত পালন না করা।
৬৩	অবৈধ ট্যাক্স আদায় করা।
৬৪	বি-জাতীয়দের অনুসরণ করা।
৬৫	টাকা বা নোট জাল করা।
৬৬	ফরজ কাজ না করা যেমনঃ নামাজ না পড়া,যাকাত না দেয়া।
৬৭	ইচ্ছা করে কোন নামায কাযা করা।
৬৮	ঋণী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।
৬৯	খতনা না করা।
৭০	সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি করা।
৭১	পেশাদার ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া।
৭২	নিজের দোষ না দেখে পরের দোষ দেখা।
৭৩	বদনামী বা কারো প্রতি খারাপ ধারণা রাখা।
৭৪	কুরয়ান-সুন্নাহর শিক্ষার বিরুদ্ধচারণ করা।
৭৫	বিনা জরুরতে জনসম্মুখে সতর খোলা।
৭৬	নিজেকে বড় মুসুল্লি ও বড় পরহেজগার বলে দাবি করা।
৭৭	হস্ত মৈথুন করা।

৭৮	ছবি তৈরী করা, শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে হাতে ছবি অংকন করা বা ক্যামেরা দ্বারা তোলা।
৭৯	বিনা দাওয়াতে আহার করা।
৮০	হায়িয বা নিফাছ থাকা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করা।
৮১	ষাড় দ্বারা গাভীর বা পাঠার দ্বারা ছাগীর পাল দিতে না দেয়া।
৮২	অসৎ কাজ দেখে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়া।
৮৩	পেশাব-পায়খানা করে ঢিলা কুলুখ বা পানি ব্যবহার না করা।
৮৪	মেহমানের খাতির, আদর যত্ন ও অর্ভ্যথনা না করা।
৮৫	ছেলেদের সঙ্গে কুকর্ম করা বা সমকামিতা করা।
৮৬	আমানতের যোগ্য সৎকর্মীকে নিযুক্ত না করে, নির্বাচনের নামে স্বজনপ্রীতি করা।
৮৭	নিজে ইচ্ছা করে বা দাবী করে জোরপূর্বক কোন পদ গ্রহণ করা।
৮৮	ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্রোহী হওয়া।
৮৯	অপচয় ও অপব্যয় করা।
৯০	নিজের পরিবার-পরিজনের খবর না নিয়ে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কষ্টে ফেলা।
৯১	জনগনের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহোপযোগী খাদ্য দ্রব্য গুদাম করা।
৯২	আল্লাহর রহমত হতে নিরাশা হওয়া।
৯৩	আল্লাহর আযাব হতে নির্ভীক হওয়া।
৯৪	কারও মালের ক্ষতি করা
৯৫	অন্যায়ভাবে যেকোন মানুষ খুন করা।
৯৬	দু-মুখো স্বভাব ইখতিয়ার করা।
৯৭	পরের দোষ তালাশ করে বেড়ানো।
৯৮	দুনিয়া হাসিলের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া।
৯৯	বিদ'আত কাজ করা বা জারি করা।
১০০	অহেতুক কুকুর প্রতিপালন করা।
১০১	পড়শীকে কষ্ট দেওয়া (যদিও সে ভিন্ন জাতির হয়)।
১০২	ঘরবাড়ী, আঙ্গিনা, আসবাবপত্র, ইত্যাদি নোংরা রাখা ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণায় মন মস্তিস্ক গান্ধা করে রাখা।
১০৩	গুনাহের কাজে মান্নত করা।
১০৪	প্রজাদের অধিকার খর্ব করা, জনগনের হক আদায় না করা।
১০৫	গুপ্তচরবৃত্তি করা অর্থাৎ মুসলমান সমাজ ও রাষ্টের ভেদের কথা অন্য সমাজ বা রাষ্ট্রের নিকট প্রকাশ করা।
১০৬	রামাযানের কোন রোযা ইচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেলা বা না রাখা।
১০৭	কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা।
১০৮	জনগন যাকে চায়না সে ব্যক্তি বাদশাহী বা নেতৃত্ব করা।
১০৯	নাভীর নীচের পশম, বগলের পশম, নখ বর্ধিত করে রাখা।
১১০	কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া।
১১১	লটারীর টিকিট ক্রয়-বিক্রয় ও তা পুরুষ্কার গ্রহণ করা।
১১২	জোর-জুলুম করে অর্থ সম্পদ লুটে নেয়া।
১১৩	মাতম ও শোক প্রকাশ করা।
১১৪	একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা না রাখা।
১১৫	পতিতালয় বা নাইটক্লাব প্রতিষ্ঠা করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা।
১১৬	হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষভাব পোষন করা।
১১৭	ওরসে বা শিরক-বিদআতের কাজে আর্থিক সাহায্য করা।
১১৮	কোন মুসলমানকে কাফের বলা।
১১৯	তামাশা দেখার জন্য ষাড়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদির লড়াইয়ের আয়োজন করা।
১২০	কোন জীবন্ত ও জানদার জীবকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা।
১২১	স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে, শর্তের সাথে হিলা করে পুনরায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা।
১২৩	রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রবর্তন না করা।
১২৪	ইসলামের নিয়মানুসারে আইন-কানুন জারী হওয়া সত্ত্বেও কোন আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহীতা করা।
১২৫	তুচ্ছ-তাচ্ছিলের সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে কাউকে ডাকা, হে জোলা, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি।
১২৬	বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীতে বা ঘরে বা খাস কামরায় প্রবেশ করা।
১২৭	মানুষের কষ্ট হয় এমন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখে খুশী হওয়া।
১২৮	সুরত-শেলেকের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে টিটকারী করা।
১২৯	হালাল জানোয়ারকে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা বা ভিন্ন উপায়ে মেরে খাওয়া।
১৩০	উস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বেআদবী করা এবং আলেম ও হাফেযদের অমর্যাদা করা।
১৩১	নর হয়ে নারীর এবং নারী হয়ে নরের বেশ-ভূষা অবলম্বন করা।
১৩২	মেয়েলোকের জন্য শরীরের রূপ প্রকাশ পায় এমন পোশাক পরিধান করা।
১৩৩	সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা।
১৩৪	দাম ঠিক করে পরে জোর-জবরদস্তি করে কম দেওয়া।
১৩৫	রাস্তা-ঘাটে বা ছায়াদার ফলদার বৃক্ষের নীচে পায়খানা করা।
১৩৬	অন্তর এত শক্ত করা যে, গরীব দুঃখীদের সীমাহীন কষ্ট দেখেও অন্তরে দরদ না লাগা।
১৩৭	খাওয়ার জিনিসকে মন্দ বলা।
১৩৮	দ্রব্য সামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রিত করা।
১৩৯	হাসি ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা।
১৪০	অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা।
১৪১	**সাবালকদের হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা বা খেলাধুলা করা।**
১৪২	মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরি করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা।
১৪৩	বিজাতীদের অনুকরণ করা।
১৪৪	কারো জানের, মালের বা ইজ্জতের হানী করা।
১৪৫	যুবক-যুবতীদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা বা সেখানে বেপর্দা হয়ে পড়াশোনা করা।
১৪৬	নিজেকে ভালো মনে করা।
১৪৭	কারো দোষ অন্বেষণ করা।
১৪৮	জালেম-অত্যাচারীদের তোষামোদ করা।
১৪৯	**বেগানা স্ত্রীলোককে দেখা বা তার সাথে কথাবার্তা বলা বা তার নিকট একা বসা। তেমনিভাবে মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষকে দেখা বা তার সঙ্গে বেপর্দা কথা বলা বা দেখা দেওয়া।**
১৫০	মহিলাদের খুশবু লাগিয়ে বের হওয়া।

সংকলক

মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারকাতুহুম

বিশিষ্ট খলীফাঃ মহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী এ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।